প্রথম আলো

তারিখ ... 24 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নোটবই ছাপা বা বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের সম্পর্কে থানায় তথ্য দেওয়ার অনুরোধ

বিশেষ প্রতিনিধি ●

প্রতিবছরের মতো এবারও শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে যে নোট-গাইড প্রকাশ ও কেনাবেচা আইনত নিষিদ্ধ। কেউ নোটবই ছাপা বা বিক্রির সঙ্গে জড়িত থাকলে তার সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী থানায় তথ্য জানানোর অনুরোধ করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। একই সঙ্গে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নোট বা গাইড বই না কেনার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্যবারের মতো এবারও এসব সতর্কতা-অনুরোধ কোনো কাজে আসবে বলে মনে করেন না সংশ্লিষ্টরা।

১৯৮০ সালে আইন করে নোট ও গাইড বই নিষিদ্ধ করা হলেও এই বইয়ের বাজার দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে প্রতিবছরে আড়াই শ থেকে তিন শ কোটি টাকার নোট ও গাইড বই বিক্রি হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শ্রেণীকক্ষে লেখাপড়ার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও মানসম্মত পাঠ্যবই না দেওয়া পর্যন্ত নোট-গাইডের দৌরাত্ম্য বন্ধ হবে না।

নোট ও গাইড বই সম্পর্কে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি চূড়ান্ত করেছে এনসিটিবি এবং দু-এক দিনের মধ্যে তা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) শফিকুর রহমান বলেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক করাই বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, নোট-গাইডে সৃজনশীলতার বিকাশ হয় না, মুখস্থ-নির্ভরতা বাড়ায়। অধিকাংশ নোট-গাইডের তথ্য ও পরিবেশনা নিম্নমানের। তা ছাড়া নামকরা, মেধাবী ও মানসম্পন্ন শিক্ষকেরা সাধারণত এ ধরনের বই লেখেন না।

আইন প্রত্যাহারের দাবি করেছে প্রকাশক সমিতি

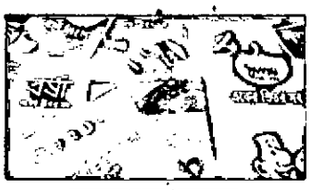

২৪ টাকা বইয়ের গাইড ৭০ টাকা! : ষষ্ঠ শ্রেণীতে এনসিটিবির বাংলা বইয়ের দাম ২৪ টাকা ৬০ পয়সা। কিন্তু এই বইটির যেসব নোট ও গাইড বাজারে আছে, সেগুলোর দাম আড়াই থেকে তিনগুণ। বাংলাবাজারে বইয়ের দোকানগুলোতে দেখা যায়, বাংলা বইটির অনুপম গাইডের দাম ৭০ টাকা, ভূপিটার গাইডের দাম ৬০ টাকা, পাঞ্জেরী গাইডের দাম ৫০ টাকা, গ্যালাক্সি গাইডের দাম ৬০ টাকা। এভাবে বিভিন্ন প্রকাশনী নিজেদের পছন্দমতো দাম নির্ধারণ করে। ওই দাম নির্ধারণে সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩